

শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা



জাতীয় সমাবেশ ২০১৪



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

বিশেষ ক্রোড়পত্র
১২ ফেব্রুয়ারি



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
৩০ মার্চ ১৪২০
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী। মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় অবদান। এ বাহিনীর সদস্যরা একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে এবং পেশাভিত্তিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আনসার সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়া "অপারেশন রেলরক্ষা-২০১৩/১৪" কার্যক্রমে আনসার সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অংশগ্রহণ ও সাহসিকতার প্রায় সড়ে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং হতাহতদের পরিবারের সদস্যদেরকে জানাই সমবেদনা। আমি আশা করি এ বাহিনীর সদস্যরা প্রতিটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে।

আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



আসাদুজ্জামান খান, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্বাক্ষর সঙ্গে স্মরণ করছি মহান ভাষা আন্দোলনের ভাষাসৈনিকসহ এ বাহিনীর শহীদ সদস্যদের।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়। সূচনা লগ্নে এ বাহিনীর সদস্যরা ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনে দক্ষতার পরিচয় দেয়। কালক্রমে এ বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনীতে পরিণত হয় যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী।

বর্তমানে সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে এ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে। বাহিনীর ৩৬টি পুরুষ ও ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নের সদস্যরা অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৮ সালে সরকার এ বাহিনীর জাতীয় পতাকা প্রদান করেন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও জননিরাপত্তা বিধানের এ বাহিনীর প্রায় ৪০ হাজার সদস্য প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অতন্ত প্রহরী ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও "অপারেশন রেলরক্ষা-২০১৩/১৪" কার্যক্রমে আনসার সদস্য-সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সদস্য-সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সরকার ইতোমধ্যে উন্নত অস্ত্র অমুনোদনসহ রেশন ও বেতনভাতা বৃদ্ধি করেছেন। স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য ঝুঁকিভাতা ও স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার, মহিলা আনসার ও কর্তব্যরত হিল আনসার সদস্যদের জন্য মাহার ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সদস্য-সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ অবকাঠামো তৈরী করতে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আমি আশা করি এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে তাদের শৃঙ্খলা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের ধারাবাহিতা বজায় রাখবেন।

আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ উপলক্ষে আমি একই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনসার সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনা করে তাদের আত্মত্যাগ স্বাক্ষরকে স্মরণ করছি।

দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী ১৯৪৮ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকে অসাব্যধি একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যরা দেশের সেকটরমুখ্য মুহুর্তে সর্বদা দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সোয়া দুই লক্ষের বেশি সদস্য অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে দেশের প্রায় ৫৪০টি নির্বাচন অফিস ও ১৮,২০৯টি নির্বাচন কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। অপারেশন রেলরক্ষা-২০১৩/১৪ কার্যক্রমে এ বাহিনীর প্রায় সাড়ে আট হাজার সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে জননিরাপত্তা রক্ষার প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। সম্প্রতি স্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের জন্য মূল বেতনের ৩০% হারে ঝুঁকি ভাতা এবং ক্ষেত্র বর্ধিত আনসার সদস্য-সদস্যদের মাসিক সর্বনিম্ন ১ হাজার ৫ শত টাকা হারে মাহার ভাতা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা ও ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পদমর্যাদা উন্নীতকরণ, র‍্যাংক ব্যাজ সংশোধনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

আমি আশা করি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যরা তাদের নিষ্ঠা, সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে এভাবে দেশের স্বার্থে নিয়োজিত থাকবেন।

আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

(সি কিউ কে মুসতারক আহমদ)
সিনিয়র সচিব

SECURING THE 'TAKE-OFF'

BACKGROUND

Bangladesh is on the runway to 'take-off'. The consistent flow of remittance, the efficient 'catch-up' of the Readymade Garments market, the unbelievable bankability of the rural women, and the silent agricultural revolution are playing as the major wheels of the long cherished 'take-off' for Bangladesh. The challenge remains with making the 'take-off' safe, secured and sustainable.

SKILL THE NUMBER ONE CHALLENGE

In global job market skill is now the 'key to catch'. The changing age structure of the peoples both of the developed and the developing countries has divulged an unprecedented avenue to matching amongst peoples in sharing of the needs and returns. The earth has unfolded unthinkable challenges and opportunities for the entire population of the globe to go for a more 'matching world'.

The globe has now been set with seven billion human beings. The global distribution of workforce has taken a new dimension due to some inevitable outcomes of 'aging' in the developed countries and 'demographic transition' taking place in many of the developing countries. Countries crossing the phase of 'demographic transition' are in added advantage to capture the burgeoning labor markets of the developed world.

Human resource development at the grassroots level has been one of the major activities of Bangladesh Ansar and Village Defence Party (VDP), for more than three decades. The organization has a unique advantage of having fifty percent women members out of its 5.9 million volunteer members. Ansar-VDP also has another unique feature of having a specialized bank named Ansar-VDP Unnayan Bank capable of supporting the trained and skilled workers to go for competing in global job markets.

To catch up the unenviable opportunity in the global job market Ansar-VDP has shifted its focus from awareness to skill development. Side by side with the conventional trainings Ansar-VDP has introduced a joint venture training course in collaboration with BGMEA. The course is being organized by Ansar-VDP Academy with technical support from BGMEA. The centre is going to grow skilled manpower in knitting and sewing having very high demand both in national and global job markets.

Ansar-VDP has also recently established six technical training centers to impart technical training of global standard to the members both men and women for overseas employment. The expeted annual turn up of skilled workers is 3500. They will earn skill in areas like welding, painting, refrigeration, automobile, mobile phone repairing, computer hardware engineering, etc. Ansar-VDP also has designed to jointly organized along with BRTA a high quality driving course.

In order to develop skill of the members in IT related jobs Ansar-VDP has recently established more than 20 Computer Training Centers (CTC). These centers will be able to train about 10000 male and female members and develop their skill to enable them to work as data entry operators for any international organization.

The policy response of Ansar-VDP hopefully can bring about some differences in the existing level of skill of the workers seeking employment overseas from Bangladesh. The greatest advantage of Ansar-VDP is the long experience of the organization to make people respectful to compliance in the society. In the global job market the willingness and ability to compliance with rules and time schedule along with desired skill may become a key to success.

LIFELINES OF THE RMG SECTOR

The single most important wheeler of the economy of Bangladesh is the Readymade Garments Sector which accounts for about 78% of foreign exchange earnings and generated employment opportunity for 3.6 million workers mostly women. By now about 5400 RMG industries have been set up to bring in no less than twenty billion USD. The past three decades witnessed an unbelievable performance of the women and girls from the rural areas to build up the RMG sector of Bangladesh.

It is known to all that the RMG sector started its formal journey in the year 1978. The Women Ansar Platoons and the Village Defence Party were raised in the year 1976 and took a formal shape during late eighties. Two Vocational Training Institutes, one at Kolakopa and the other at Gazipur, dedicated to train only women members of Ansar and VDP were set up at the same time. Retired Commandant of VTC Kolakopa Mr. Kazi Anwar Hossain says, "the representatives of the newly set up RMG industries used to wait at the gate of the VTCs to get the trained women to employ in their factories". Women workers were not easily available during the commencement of the RMG industries. A huge number of trained Ansar-VDP members contributed largely to sail the RMG sector in Bangladesh. Still they are continuing with their efforts. Recently a MOU was signed between BGMEA and Ansar-VDP to organize need based training for the women members to develop their skill to match with global standard. In fact, Ansar-VDP unlocked the door for the rural women to come out of their traditional mindset and to earn the skill to join the most potential sector of the time.

Ansar Bahini is also ensuring security of the RMG sector. Many of the RMG industries are being guarded by the embodied Ansars. About 3000 embodied Ansars are maintaining security of RMG industries. Besides all the EPZs are being secured by embodied Ansars which facilitates a huge number of RMG industries to operate in a safe and peaceful environment. The main harbor of RMG export is the Chittagong Port where security is being looked after by 1111 embodied Ansars. All these embodied Ansars are looking after everyday security issues of the RMG sector in Bangladesh. They exist just like air we live within but not really feeling the existence.

Ansar Bahini has a great unnoticed advantage in ensuring security and order in the RMG industries. The advantage is hidden with the fact that many of the RMG workers had been members of either Ansar Bahini or Village Defence Party and most of them have Village Based VDP training of short duration. Peace and order in RMG sector can further be augmented and guarded through an institutional bridging between workers and the Ansars on duty. It is also possible to form volunteer platoons of RMG workers for disaster management and peacekeeping. Many of the challenges and threats of the RMG sector can be sidestepped by these platoons of disciplined workers.

Ansar-VDP has recently introduced fire fighting training for the Ansars supported by the Directorate of Fire Service. All basic training courses of Ansars has built-in modules of fire control and unarmed combating (Butthan). The impacts of these policy response are yet to be divulged. Embodied Ansars are expected to perform more confidently in the days to come to ensure safety and security of the RMG sector.

MICRO CREDIT

Ansar VDP Unnayan Bank was set up through an Act in 1995 as a specialized Micro Credit Bank for the welfare of the members of Ansar-VDP. This is a bank of the members, for the members and by the members of Ansar-VDP. About 2.6 million members so far have purchased shares of the bank. At present about 199 branches are operating with micro-credit for the trained members. With very limited capacity this Bank has extended loans to more than 2,00,000 members. Performance of the Bank is impressive. The recovery rate stands at about 98%.

The bank has been able to bring about qualitative changes in the lives of many members of the organization who were leading a very marginalized economic life. 'Training leads to income' is the lesson we have learned from the Bank. The bank is suffering from dearth of capital. The linkage between skill, overseas employment and micro-credit is yet to be formalized. This linkage might escalate the amount of inflow of remittances. Things are on the way. Ansar-VDP has also the potential to run a recruiting agency for overseas employment with efficient management of both forward and backward linkages.

VILLAGE BASED TRAINING

Traditionally people come to the training centers for undergoing any kind of training. Ansar-VDP thought the other way. Resource persons from all the nation building departments like Agriculture, Family Planning, Poultry and Livestock, Public Health, Women Affairs, Fisheries, Police and Administration go to the village to train the Ansar-VDP members. Most of the members are found to be engaged in some kind of agro-based economic activities. They are better informed about their day to day business after getting in touch with the resource persons of respective disciplines. Ansar-VDP took the training to 64 members (2 X Platoons of 32 each: one male and one female) in every village for the following reasons:

- o Easily accessible for the members to get the training at their own village;
- o It is also convenient for the nation-building departments to get organized members in a place to motivate and counsel;
- o The trainees get their Daily Allowances in cash;
- o The women members need not to move far from their house;
- o Easy to reach the hard-to-reach people (especially 50% women);
- o Villagers not covered also come in touch and learn something;
- o A positive impact on the village life;
- o Members are identified and known to all the villagers;
- o Bridge between Government Agencies and the people.

So far about 3.9 million members were trained since 1995. Findings from few academic research revealed some significant positive impacts of these training upon behavioral patterns of the members. Social peace has become a vital agenda in both urban and rural areas. Two platoons of Ansar-VDP are expected to guard the village against terrorism, conflict, domestic violence, illiteracy, unhygienic defecation, child marriage, poverty and drug abuse. They together can make the change.

There had been a time when one Constable or Ansar was enough to tackle any situation in the rural settings. But now a days without group effort and favorable public opinion it has become difficult to ensure peace, the most desirable condition for any kind of economic activities to flourish. They can also support management of cooperative/joint farming in rural areas. The village based training is the silent guardian of peace essential for the 'take off' in rural Bangladesh.

CONCLUSION

May we get a closer look of this organization to know it better to make the runway to 'take off' safer for Bangladesh. Ansar and Village Defence Party needs nothing more than a little more attention of those who matters. No country has an organization like Ansar-VDP. This is the number one problem and ironically also the number one strength of Ansar-VDP. Unique problems of the soil may be solved by a unique organization. Let's think with little more concern!

AKM Mizanur Rahman
Deputy Director General (OPS)



প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩০ মার্চ ১৪১৯
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ ১৯৭১ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে বাপিয়ে পড়েছিলেন, তাদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভে এ বাহিনীর ৪০ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরে আন্দোলনে বাংলাদেশ স্বাধীন সরকার প্রধানকে এ বাহিনীর ১২ জন স্থায়ী সদস্য "গার্ড অব অনার" প্রদান করেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় নির্বাচনে এ বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। রেলগার্ডস ও রেলগার্ডস উপর জামাত-শিবিরের ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতা রোধে এ বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

প্রায় ৬০ লক্ষ সদস্যের এ বাহিনীর প্রায় অর্ধেকই নারী। গ্রামীণ নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আমি আশা করি এ বাহিনীর সদস্যগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবেন। সরকারের ঋণকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জাতীয় সমাবেশ ২০১৪ উপলক্ষে আমি সকল পর্যায়ের সদস্য-সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিগত বছরে আমাদের পাশে থেকে অক্লান্ত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য সম্মানিত দেশপ্রাণীকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর জন্ম হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে। সৃষ্টির লগ্ন্য থেকেই এ বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনে কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৭২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনে আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বার ২১ ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য জীবন দান করেন। ১৯৭১ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে আনসার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে বাপিয়ে পড়ে। বাহিনীর ৪০ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ বাহিনীরই ১২ জন বীর আনসার কমান্ডার ও সদস্য ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের আন্দোলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীন রাষ্ট্র-প্রধানকে "গার্ড অব অনার" প্রদান করে আমাদেরকে করেছেন গর্বিত, ইতিহাসকে করেছেন আশীষিত। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা অসংখ্য আহত সদস্যদের সঙ্গে হারিয়েছি ৬৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল আনসার সদস্যের গৌরবময় আত্মত্যাগের কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি।

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪৩ বছর। এ সময়ে উন্নয়ন ও উন্নতি হয়েছে অনেক। বিশ্ব মন্দায় ও এ অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। এই অগ্রযাত্রার পথিকৃত জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে আমাদের তরফ থেকে জানাই একান্তিক সমর্থন এবং সর্ব সময়ে সাথে থাকার শপথ।

বর্তমানে এ বাহিনীতে ৩৬টি পুরুষ ও ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নের প্রায় ১৫ হাজার সদস্য-সদস্যরা সারা দেশে সেনাবাহিনীসহ, পুলিশ, বিজিব এবং র‍্যাবের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। পাশ্চাত্য চরমাম, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং সীমান্ত এলাকায় বাহিনীর সদস্য-সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া প্রশিক্ষিত এ সদস্য-সদস্যরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জননিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করছে। সম্প্রতি "অপারেশন রেলরক্ষা ২০১৩/১৪" কার্যক্রমে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার সাধারণ আনসারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সাহায্য ভূমিকা এ বাহিনীকে দিয়েছে সাফল্যের নতুন মাত্রা। দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান জাতি জন্ম ছিল বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার আমাদের উপর অর্পিত দেশের প্রায় ৫৫০টি নির্বাচন অফিসের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব বাহিনীর সদস্যরা সাফল্যের সাথে সম্পাদন করে। এছাড়া সারাদেশের ১৮ হাজার ২ শত ৯ টি ভোট কেন্দ্রে প্রায় দুই লক্ষ ২০ হাজার ১০৮ জন সদস্য-সদস্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত ছিল। এতে এক জন সদস্য প্রাণ হারায় এবং ৩৪ জন সদস্য আহত হয়। এভাবে প্রতিটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যরা দায়িত্ব পালনে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রাখছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মূলতঃ একটি বৈচিত্র্যময় সংগঠন। এর মোট জনবল প্রায় ৬০ লাখ। বিশাল এ বাহিনীর সদস্য সদস্যদের সম্পৃক্ত থাকার অন্যতম প্রধান উপায় কার্যকরী প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণগুলো গ্রাম, জেলা, রেঞ্জ পর্যায়ে ও আনসার-ভিডিপি একাডেমীতে সম্পাদন করা হয়। প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সামরিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ। এ বছর আমরা সব মিলিয়ে প্রায় ৮১ হাজার সদস্য সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি এবং ইনশাআল্লাহ তা সূচুভাবে সম্পন্নো সক্ষম হবে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাহিনীর সদস্য-সদস্যদের কল্যাণ ও উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছি। সম্প্রতি স্থায়ী ব্যাটালিয়ন সদস্যদের মাহারভাতা দেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাটালিয়ন সদস্যদের র‍্যাংক ব্যাজ সংশোধন করা হয়েছে এবং স্থায়ী খোঁষিত ৬৭২ জন মহিলা আনসার সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের মাহারভাতা মঞ্জুরী ও কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং সকলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে অদূর ভবিষ্যতে এসব বাস্তবায়িত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এছাড়া বাহিনীর পক্ষ থেকে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত/আহত সদস্যদের পরিবারকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদেরকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার ১ শত ৪০ টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য চলতি অর্থ বছরে প্রায় ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার ২ শত ৮ টাকা শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য প্রায় ৮০ জন কর্মকর্তা ও সদস্যদের (মেরনোবরহম) সোণপদক দেয়া হয়েছে। মানব কল্যাণে স্মরণকালের ভয়াবহতম বিধি ধ্বংসে আক্রান্ত 'রানা প্রাজা' ট্রাজেডিতে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সহায়তায় এনাম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

পরিশেষে ৩৪তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে বাহিনীর প্রায় ৬০ লক্ষ সদস্য-সদস্যদের আমি দেশের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বাহিনীর ঐতিহ্য উজ্জ্বলতার করার প্রত্যয়ে নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে আহ্বান জানাই। আল্লাহতায়াল্লা আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল মোঃ নাজিম উদ্দীন, পিএসসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

সৌজন্যে